দৈনিক সংবাদ

60

MAR. 12, 2000
তারিখ ...
পৃষ্ঠা 72 কলাম ...

অবিশ্বাস্য কিন্তু সত্যি

নকল নিয়ে নর্তন-কুর্দন নানা কারণে। নকল করতে গিয়ে, নকল করতে সাহায্য করতে গিয়ে অনেকের নসীবেই নানা খারাপি জুটেছে। সব তো আর তুলে ধরা সম্ভব নয়। পাঠকদের কৌতূহলের কথা মাথায় রেখে সেসব থেকে কিছু টাটকা ঘটনা তুলে ধরা হলো।

শিক্ষক শিক্ষাগুরু

ভাবা যায় শিক্ষক নকল সরবরাহ করছেন। এক শিক্ষাগুরু এটা করতে গিয়েই হাতে-নাতে ধরা পড়েছেন। পাকুন্দিয়া গার্লস স্কুলের শিক্ষক মোঃ সিরাজউদ্দিন এখন শ্রীঘরে। ধন্যবাদ ম্যাজিস্ট্রেট প্রশান্ত কুমার দাসকে নকলপ্রেমী এই শিক্ষক নামের কলংককে চিহ্নিত করার জন্য।

নকল পরিদর্শক

নকল মানে ভুয়া পরিদর্শক সেজে নাসিরুদ্দিন এসেছিলেন বাগেরহাট পরীক্ষাকেন্দ্রে। দাখিল পরীক্ষা চলছিল। নাসিরুদ্দিন বাগেরহাট আলিয়া মাদ্রাসায় পরীক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। পরিদর্শনরত ম্যাজিস্ট্রেট বাধালেন বাগড়া। জিজ্ঞাসাবাদের সময় বৈধ কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। সাথে বোনাস হিসেবে মামলা।

টিএনওর মেয়ে

টিএনওর মেয়ে। ব্যাস! সাত-খুন মাফ। সাথে সখা-সখীরাও। রাজশাহী জেলার তানোর কেন্দ্রে নকলের মহোৎসব চললেও বহিষ্কার হয়নি কেউই। কারণ? টিএনওর মেয়ে এবার পরীক্ষার্থী। বাবা আনিসুর রহমান থানা নির্বাহী কর্মকর্তা। সুতরাং মেয়ে সিদ্দিকাতুল হোমায়রা এবং সাথের অন্য পরীক্ষার্থীদের এবার পোয়াবারো।

পরীক্ষায় প্রক্সি

পরীক্ষায় নকল হয়। কিন্তু নকল পরীক্ষার্থী? সেটা হয় বৈকি! ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি ঘটেছে এমন ঘটনা। একখানা নয় দু'দুখানা। অর্থনীতি বিভাগের লিখিত ভর্তিপরীক্ষায় প্রক্সি দিতে এসে পরিদর্শকের হাতে ধরা পড়ে নওগাঁর মোঃ মোরসালিন। পরে তার কথানুসারে সাদ্দাম হল থেকে সিরাজগঞ্জের আবদুল হালিম নামে মূল পরীক্ষার্থীকে আটক করা হয়। একই স্টাইলে ইংরেজি বিভাগের পরীক্ষায় কুষ্টিয়ার আবদুর রাজ্জাকের বদলে পরীক্ষার্থী সেজে এসেছিল ভেড়ামারার মশিউজ্জামান। এ চার রত্নই এখন জেল-হাজতে।

ঘোমটার আড়ালে খেমটা

বোরখা পরে খালার হয়ে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল শাহজাহান। ঈদগাঁ ইউনিয়নের ইউসুফেরখিল গ্রামের বাসিন্দা। রামু কলেজের এইচ এস সি পরীক্ষার্থী। খালা সেলিনা আকতারের জন্যই তার এই বেশ ধারণ। খালা জাহানারা ইসলাম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী। সবকিছুই ঠিকঠাক মতো চলছিল। কিন্তু ঝামেলা বাধায় কণ্ঠস্বর। অবশেষে পুলিশের হাতে। অতঃপর শ্রীঘরে।

নয়া ফ্যাশন

নকলের নিউ স্টাইল চালু হয়েছে শাহজাদপুর থানায়। এখানকার সকল দাখিল ও ফাজিল মাদ্রাসার ছাত্রীরা ক্লাসে সাধারণত বোরখা পরে আসে না। কিন্তু চলতি দাখিল পরীক্ষার প্রথম দিন থেকেই সব ছাত্রী বোরখা পরে পরীক্ষা দিচ্ছে। নকলের সুবিধার জন্যই এ পদ্ধতি গ্রহণ। মজার ব্যাপার ছাত্ররাও টুপির মধ্যে নকল রেখে অবাধে নকল করছে।